দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 29 MAY 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

25

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রভর্তি

এবার মনে হয় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম সত্যি সত্যিই শুরু হতে চলছে। পত্র-পত্রিকায় ছাত্রভর্তির জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক-প্রভাষক চেয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে। আমাদের খুলনা সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে, অনেক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও জুলাই মাসে পড়াশুনা শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

দেশের চারটি বিভাগের মধ্যে একমাত্র খুলনা বিভাগে কোন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। বহুদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলেও বাস্তবে কাজকর্ম খুব একটা এগোয়নি। এ নিয়ে স্থানীয় জনসাধারণ বহুদিন থেকে ক্ষোভ-বিক্ষোভ প্রকাশ করে আসছে। নামকাওয়াস্তে কিছু কিছু পদক্ষেপ নেয়া হলেও যা যা করা প্রয়োজন তার শতভাগের একভাগও করা হয়নি। ফলে কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতার অভিযোগ বার বার উঠেছে।

ছাত্রভর্তি বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা গেল, চারটি বিভাগে ২০ জন করে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হবে। বিভাগগুলো হলোঃ কম্পিউটার সায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা, স্থাপত্য এবং ব্যবস্থাপনা। প্রতিটি বিষয়ই দেশে দক্ষ জনশক্তি গড়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। গতানুগতিকতা পরিহার করে অত্যাধুনিক প্রয়োগ ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা বিষয় দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু করা হচ্ছে। এতে কর্তৃপক্ষ একদিকে যেমন দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন তেমনি আধুনিক শিক্ষাদানের গুরুদায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নিয়েছেন। আমরা আশা করব, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করেই শিক্ষাক্রম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

আগামী দু'মাসের মধ্যে ছাত্র পড়ানো শুরু হওয়ার কথা। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন বলতে খুলনা মহানগরীর চার মাইল দূরে গল্লামারীতে সাবেক রেডিও স্টেশনের একটি একতলা ভবন মাত্র সম্বল। সেটি সংস্কার ও সম্প্রসারণ করে দোতলা করার কাজ এখনো শেষ হয়নি। ছাত্রদের জন্য কোন আবাসিক হোস্টেল নেই। শিক্ষক-ছাত্ররা শহর থেকে যে আসবে তার জন্য বাস-মাইক্রোবাসেরও ব্যবস্থা নেই।

চারটি বিভাগের জন্য মাত্র ৬ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। বাকী শিক্ষকদের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হলেও একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত দৈন্যদশায় উপযুক্ত শিক্ষকদের সেখানে যেতে উদ্বুদ্ধ করা কঠিন কাজ। তাছাড়া ৬/৭টি সাবসিডিয়ারী বিষয় পড়াতে হবে। তার জন্যও বাড়তি শিক্ষক প্রয়োজন। অন্যদিকে সুসজ্জিত লাইব্রেরী-ল্যাবরেটরী নেই। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একস্ট্রা কারিকুলাম কর্মসূচী নেই।

এতসব প্রতিবন্ধকতা নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হলে শিক্ষা ও শিক্ষাদানের মান নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হবে। শেষ পর্যন্ত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত ডিগ্রীর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের অতীত উদাসীনতার অবসান না হলে ছাত্রভর্তির পর সৃষ্টি হবে নতুন নতুন সংকট। আর তা এড়াতে হলে কর্তৃপক্ষের তৎপরতা অনেকগুণ বাড়াতে হবে। অর্থাভাবের দোহাই এখানে চলবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায্য চাহিদা মেটাতে না পারলে ছাত্র-শিক্ষকদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে।

আমরা আশা করবো, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রভর্তির অনুমোদন দেয়ার সময় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ তাদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং সেই গুরুদায়িত্ব পালনে অর্থ ও জনবল নিয়ে তারা এগিয়ে আসবেন। হাতে সময় বেশী নেই। এ ব্যাপারে দীর্ঘসূত্রতার কোন অবকাশ নেই।